103

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14-JAN 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশ-ভাংচুর

চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচ-এস-সি পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ-সমাবেশ, সড়ক অবরোধ ও ভাংচুর অব্যাহত রহিয়াছে। আমাদের সংবাদদাতারা জানান, এসব বিক্ষোভ-সমাবেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হইতেছে।

গাজীপুর সংবাদদাতা ॥ অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা গতকাল সকালে কলেজের নির্ধারিত টেষ্ট পরীক্ষা বর্জন করে। ছাত্ররা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও চান্দনা চৌরাস্তায় সড়ক অবরোধ সৃষ্টি করিলে ঢাকা-টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও গাজীপুরসহ জেলার উত্তরাঞ্চলের ৩১টি রুটের সকল যানবাহন চলাচল অর্ধঘন্টা বন্ধ

(১১শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

অভিন্ন প্রশ্নপত্র

(১ম পৃঃ পর)

থাকে। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীতে জাগ্রত চৌরঙ্গীর পাদদেশে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফরিদপুর সংবাদদাতা ॥ অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে গতকাল একদল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ফরিদপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল, ৩টি যানবাহন এবং রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৩টি রুম ভাংচুর করে। পুলিশ ৪ জন মিছিলকারীকে গ্রেফতার করে। পরে তাহারা জামিনে মুক্তি পায়।

বরিশাল অফিস ॥ অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আহ্বানে গতকাল এখানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু ১২টার পর রিক্সা চলাচল শুরু হয়। বাস চলাচল বন্ধ ছিল। হরতালকারীরা কয়েকটি দোকানে, ২টি বাসে, ৩/৪টি টেম্পু ও কয়েকটি রিকশায় হামলা করে।

পটুয়াখালী সংবাদদাতা জানান, একই দাবীতে আজ (রবিবার) এ শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীরা সরকারী কলেজে কার্ডফোন ভাঙ্গচুর ও কয়েকটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। মহিলা কলেজের ছাত্রীরা টেষ্ট পরীক্ষা বর্জন করে।

কলাপাড়া সংবাদদাতা জানান, মোজাহারউদ্দিন কলেজের পরীক্ষার্থীরা কলেজের আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর ও কাগজপত্র তছনছ করে। তাহারা গতকাল টেষ্ট পরীক্ষা বর্জন করে।

সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে গতকাল এস; এস সি পরীক্ষার্থীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। তাহারা জেলা পরিষদ ও সড়ক ও জনপথ বিভাগের জীপ ভাঙ্গচুর এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। একটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ এবং মওলানা ভাসানী কলেজে আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করা হয়। পরে সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজে এক সমাবেশে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।